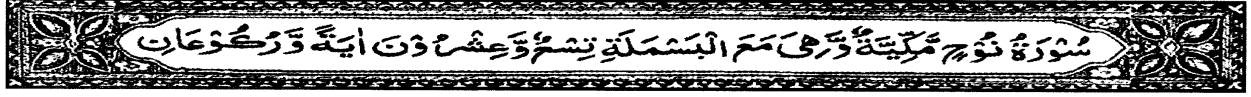


সূরা নূহ-৭১

(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার সময়, প্রসঙ্গ ও বিষয়বস্তু

সূরাটিতে আল্লাহর নবী নূহ (আঃ) এর আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। হোয়েরী বলেন, এই সূরা নবুওয়াতের ৭ম বৎসরে অবতীর্ণ হয়েছিল, নলডিকি বলেন ৫ম বৎসরে। আর অন্যান্য তফসীরকারীগণ বলেন, পূর্ববর্তী কয়েকটি সূরা যখন অবতীর্ণ হয়েছিল, প্রায় সেই সময়েই এই সূরাটিও অবতীর্ণ হয়। পূর্ববর্তী সূরাতে শেষদিকে বলা হয়েছে, দুষ্ট লোকেরা ঐশী-বাণীকে প্রত্যাখ্যান করে। তারা আল্লাহর প্রেরিত পুরুষের প্রতি অত্যাচার করে এবং তাঁর বিরোধিতায় তারা ক্লান্ত হয় না, যে পর্যন্ত না আল্লাহর শাস্তি তাদেরকে ধ্বংস করে। আলোচ্য সূরাতে পুরাকালের শ্রেষ্ঠ নবীদের মধ্যে একজন নবী নূহ (আঃ) এর প্রচার কার্যাবলীর সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত দেয়া হয়েছে। তাঁকে এইভাবে চিত্রিত করা হয়েছে যে তিনি তাঁর স্রষ্টা ও প্রভুর কাছে অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ভাষায় স্বীয় ব্যথা-বেদনাক্লিষ্ট হৃদয়ের আবেগ বর্ণনা করেছেন। তিনি দিবারাত্র তাদের মধ্যে প্রচার কার্য চালিয়েছেন সমবেত জনতার মাঝে এবং ব্যক্তিগতভাবে, প্রকাশ্যে ও নিভূতে তাদের কাছে কত রকমে ঐশী-বাণী পৌঁছিয়েছেন! তাদের প্রতি আল্লাহ তাআলার অশেষ কৃপা ও আশীর্বাদের কথা তাদের কতভাবে বুঝিয়েছেন। তাঁর আনীত ঐশী-বাণীকে প্রত্যাখ্যান করার গুরুতর মন্দ পরিণতি সম্বন্ধে তাদেরকে নানাভাবে বারবার সতর্ক করেছেন। কিন্তু তাঁর সকল প্রচার কার্য, সকল হিতোপদেশ, সকল সতর্কবাণী তাদের প্রতি তাঁর আন্তরিক হিতৈষণা- এই সব কিছুর বদলে তিনি তাদের কাছ থেকে পেয়েছেন কেবল বিদ্রূপ, বিরোধিতা ও গালিগালাজ। তাদের প্রতি তাঁর অগাধ ভালবাসা থাকা সত্ত্বেও তারা তাঁকে অনুসরণ না করে এসব ভণ্ড নেতাদেরই অনুসরণ করেছে যারা তাদেরকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছিল। যখন নূহ (আঃ) এর জীবনব্যাপী সকল প্রাণঢালা উপদেশ ও প্রচারকার্য চরমভাবে অবহেলিত হলো তখন তিনি আল্লাহর কাছে সত্যের শত্রুদের ধ্বংস করার আবেদন জানানেন। সূরাটি এই আবেদন দ্বারাই সমাপ্ত হয়েছে।



সূরা নূহ-৭১

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ২৯ আয়াত এবং রুকু

১। *আল্লাহর নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

২। নিশ্চয় আমরা নূহকে (এ নির্দেশ দিয়ে) তার জাতির কাছে পাঠিয়েছিলাম, 'তাদের ওপর যন্ত্রণাদায়ক আযাব আসার পূর্বে তুমি তোমার জাতিকে সতর্ক কর'।

إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

৩। সে বললো, 'হে আমার জাতি! নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী'।

قَالَ يَقَوْمُ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ

৪। (সে আরো বললো,) 'তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, তাঁরই তাকওয়া অবলম্বন কর এবং আমার আনুগত্য কর।'

أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُوا

৫। তিনি তোমাদের পাপ ক্ষমা করে দিবেন এবং এক নির্ধারিত মেয়াদ পর্যন্ত তোমাদের অবকাশ দিবেন। আল্লাহর (নির্ধারিত) *সময় যখন এসে যায়^{১১০} তা টলানো যায় না। হায়! তোমরা যদি (তা) জানতে।'

يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

৬। সে বললো, 'হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! আমি তো আমার জাতিকে রাত দিন আহ্বান জানিয়েছি।

قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا

৭। কিন্তু আমার আহ্বান (আমার কাছ থেকে) তাদেরকে কেবল দূরেই সরিয়ে দিয়েছে।

فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا

★ ৮। আর আমি যখনই তাদের আহ্বান জানিয়েছি যেন (তারা ঈমান আনে এবং) তুমি তাদের ক্ষমা কর তখন তারা নিজেদের কানে আঙ্গুল দিয়ে রেখেছিল, *তারা কাপড়ে নিজেদের জড়িয়ে নিয়েছিল^{১১১}, (তাদের অন্যায় আচরণ) অব্যাহত রেখেছিল এবং সীমাহীন ঔদ্ধত্য দেখিয়েছিল।

وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصْرُوا وَاسْتَكْبَرُوا

سِتْكَبَارًا

দেখুন : ক. ৬৩ঃ১২ খ. ১১ঃ৬।

৩১৩০। যখন শান্তির ঐশী হুকুম কার্যকরী করা শুরু হয়ে যায় তখন অনুশোচনা করলে লাভ হয় না।

৩১৩১। 'ইসতাগশাও সিয়াবাহম' একটি রূপক বাক্য। এখানে এর অর্থঃ তারা ঐশী-বাণী শুনতে চাইলো না, বরং ঐশী-বাণীর বিরুদ্ধে হৃদয়ের সকল দুয়ার বন্ধ করে রাখলো (লেইন)।

★ ৯। এরপর আমি (তোমার পথে) খোলাখুলিভাবে তাদের আহ্বান জানালাম।

ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جَهْرًا ۝

১০। এরপর আমি তাদের প্রকাশ্যেও বুঝালাম এবং গোপনেও বুঝালাম^{১১৩২}।

ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا ۝

★ ১১। *আর আমি বললাম, 'তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা চাও, কেননা তিনি পরম ক্ষমাশীল।

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ۝

১২। (এমনটি করলে) তিনি তোমাদের জন্য অঝোরে বৃষ্টিধারা বর্ষণ করবেন

يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ۝

১৩। এবং তিনি ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি দিয়ে তোমাদের সাহায্য করবেন, তোমাদের জন্য বাগান বানাবেন এবং তোমাদের জন্য নদনদী প্রবাহিত করবেন।

وَيُمِدُّكُمْ بِأَمْوَالٍ وَأَنْبِيَاءٍ وَيَجْعَلُ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلُ لَكُمْ أَنْهَارًا ۝

★ ১৪। তোমাদের কী হয়েছে, তোমরা কেন আল্লাহর প্রতি মর্যাদা প্রদর্শন কর না?

مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ۝

★ ১৫। *অথচ নিশ্চয় তিনি বিভিন্ন পর্যায়ে তোমাদের সৃষ্টি করেছেন^{১১৩৩}।

وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا ۝

★ ১৬। *তোমরা কি লক্ষ্য করনি, আল্লাহ কিভাবে স্তরে স্তরে সাত আকাশ সৃষ্টি করেছেন?

الَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا ۝

১৭। *আর তিনি এ (আকাশে) চাঁদকে জ্যোতিরূপে সৃষ্টি করেছেন এবং সূর্যকে (উজ্জ্বল) প্রদীপরূপে সৃষ্টি করেছেন।

وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ

سِرَاجًا ۝

★ ১৮। *আর আল্লাহ উদ্ভিদের ন্যায় মাটি থেকে তোমাদের উদ্গত করেছেন।

وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ۝

দেখুন : ক. ১১ঃ৪, ৫৩ খ. ২৩ঃ১৩-১৫ গ. ৬৫ঃ১৩; ৬৭ঃ৪ ঘ. ১০ঃ৬; ২৫ঃ৬২ ঙ. ৭ঃ২৬; ২০ঃ৫৬।

১১৩২। নূহ (আঃ) তাঁর জাতিকে ঐশী-বাণী শুনানোর ও গ্রহণ করানোর জন্য সাধ্যমত সকল উপায়-উপকরণ অবলম্বন করেছিলেন। কিন্তু তাঁর জাতি ঐশী-বাণীর প্রতি কর্ণপাত না করতে বদ্ধপরিকর ছিল।

১১৩৩। আল্লাহ তাআলা বিভিন্ন মানুষকে বিভিন্ন ধরণের প্রাকৃতিক গুণাবলী, যোগ্যতা ও সামর্থ্য দিয়ে ভূষিত করেছেন। শারীরিক ও মানসিক গুণাবলীর এই বিভিন্নতা এবং যোগ্যতা ও সামর্থ্যের বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্যকে অবলম্বন করেই মানুষ বেঁচে আছে, উন্নতি করছে এবং নব নব সভ্যতার পত্তন করেছে। 'আতওয়ার' শব্দটি 'তাওর' এর বহুবচন। এর অর্থ সময়, অবস্থা, গুণ, পস্থা, আকৃতি, চেহারা। আয়াতটির অর্থ হলো, আল্লাহ তাআলা মানুষকে বিভিন্ন আকৃতি ও চেহারায়ে ভিন্ন-ভিন্ন অবস্থার মধ্যে সৃষ্টি করেছেন, বিভিন্ন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও প্রবৃত্তি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন অথবা বিবর্তনের ধারায় বিভিন্ন পর্যায়ে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন (লেইন)।

★ ১৯। *এরপর তিনি সেখানে তোমাদের ফিরিয়ে নিবেন এবং এক বিশেষ আকারে তোমাদের বের করবেন।*

ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ۝

২০। *আর আল্লাহ্ তোমাদের জন্য পৃথিবীকে বিস্তৃত করে বানিয়েছেন

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ بِسَاطًا ۝

১
[২১]
৯ ২১। যাতে তোমরা এর প্রশস্ত পথসমূহে চলাচল করতে পার।’

تَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ۝ ٢١

২২। *নূহ বললো, ‘হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! এরা অবশ্যই আমার অবাধ্যতা করেছে এবং এরা (এমন ব্যক্তির) অনুসরণ করেছে যার ধনসম্পদ ও সম্ভানসম্পত্তি কেবল (তার) ক্ষতিই বৃদ্ধি করেছে।

قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالَهُ وَوَلَدَهُ إِلَّا خَسَارًا ۝

২৩। আর এরা অনেক বড় ষড়যন্ত্র করেছে।’

وَمَكْرُومًا مَّكَرًا كِبَارًا ۝

২৪। আর এরা বললো, *‘তোমরা তোমাদের উপাস্যদের কখনো পরিত্যাগ করবে না এবং ওয়াদ্দ, সুওয়াআ, ইয়াগুস, ইয়া’উক্ক এবং নাস্রকেও^{১১৩৪} (পরিত্যাগ করবে) না।’

وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ۝

২৫। *আর এরা অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে। আর তুমি কেবল যালিমদের ব্যর্থতাকেই বাড়িয়ে দিও।

وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا ۝

২৬। *এদের পাপের দরুন এদের ডুবিয়ে দেয়া হলো, এরপর আগুনে প্রবেশ করানো হলো। অতএব এরা আল্লাহ্র বিরুদ্ধে নিজেদের জন্য কোন সাহায্যকারী পেল না।

وَمَا خَلَقْتَنَاهُمْ أَغْرُقُوا فَادْخُلُوا نَارًا فَلَمْ يَخْرُجُوا ۝ لَهُمْ فِيهَا دُؤُنٌ وَاللَّهُ أَنْصَارًا ۝

দেখুন ৪ ক. ৭ঃ২৬; ২০ঃ৫৬ খ. ৬৭ঃ১৬; ৭৮ঃ৭ গ. ৬৭ঃ১৬ ঘ. ৩৮ঃ৭ ঙ. ১৪ঃ৩৭ চ. ২১ঃ৭৮; ২৬ঃ১২১; ৩৭ঃ৮৩।

★ [১৪-১৯ আয়াতে বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে বিবর্তনের ধারায় মানব সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। আর যারা এ কথা মনে করেন, আল্লাহ্ তাআলা সব কিছু বর্তমানে যেভাবে আছে একবারে সেভাবেই সৃষ্টি করে দিয়েছেন তারা আল্লাহ্ তাআলার গাঞ্জির্য়পূর্ণ সত্তা হওয়াটা অস্বীকার করে। কেননা গাঞ্জির্য়পূর্ণ সত্তা অস্তিত্বতায় ভোগেন না। তিনি সব কিছুকে বিভিন্ন পর্যায়ে উন্নতি দান করে পূর্ণতায় নিয়ে যান। এভাবেই খোদা তাআলা আকাশসমূহও পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি করেছেন।

এসব আয়াতের শেষে বলা হয়েছে, আশ্বাতাকুম মিনাল আরযে নাবাতান (অর্থ : আল্লাহ্ মাটি থেকে উদ্ভিদের ন্যায় তোমাদের উদ্গত করেছেন)। এটি কেবল বাকধারা নয়। বরং বাস্তবিক পক্ষে মানব সৃষ্টিকে এরূপ এক পর্যায়ের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করতে হয়েছে যে সে কেবল উদ্ভিদের আকারে ছিল। অন্য এক আয়াতে এ দৃশ্যপট এভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, ‘লাম ইয়াকুন শাইয়াম মায়কুরা’ অর্থাৎ মানুষ তার সৃষ্টিতে এরূপ পর্যায়ের মধ্য দিয়েও অতিক্রম করেছে যে সে উল্লেখযোগ্য কিছু ছিল না। এতে এক সুস্বপ্ন ইঙ্গিত এদিকেও করা হয়েছে, মানব সৃষ্টি যখন উদ্ভিদের পর্যায় অতিক্রম করছিল তখন তার মাঝে বলার বা শোনার যোগ্যতাও সৃষ্টি হয়নি। মানুষের সেই উদ্ভিদ পর্যায়ের জীবন সম্পূর্ণরূপে তমসাস্থন ছিল। (হযরত খলীফাতুল মসীহ রাব্বের) (রাহে:) কর্তৃক উর্দুতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)।

৩১৩৪। ‘ওয়াদ্দ’ একটি প্রতিমার নাম, যাকে দুগমাতুল জন্দলের বনু কল্ব জাতি পূজা করতো। এটি পুরুষ-শক্তির প্রতিভূ হিসাবে পুরুষাকৃতির মূর্তি ছিল। ‘সুওয়াআ’ বনু হযায়ল গোত্রের প্রতিমা ছিল। এটি স্ত্রী-সৌন্দর্যের প্রতিভূ হিসাবে ছিল স্ত্রী আকৃতির মূর্তি। মুরাদ গোত্রের উপাস্য মূর্তি ছিল ইয়াগুস। আর হামদান গোত্রের পূজ্য ছিল ঘোড়াকৃতির ‘ইয়াউক’। যুল্কিলা উপজাতির উপাস্য দেবতা ছিল

টীকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

★ ২৭। আর নূহ বললো, ‘হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! ভূপৃষ্ঠে কাফিরদের কোন গৃহবাসীকেই তুমি রেহাই দিও না।

وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْنِي عَلَى الْكَافِرِينَ

وَيَا رَبِّ

২৮। তুমি এদের রেহাই দিলে নিশ্চয় এরা তোমার বান্দাদের পথভ্রষ্ট করে দিবে এবং কেবল পাপী ও অতি অকৃতজ্ঞদেরই জন্ম দিবে।

إِنَّكَ إِن تَذَرَهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا

فَاجِرًا كَمَا تَارَ

২৯। হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাকে, আমার পিতামাতাকে এবং যে মু‘মিন অবস্থায় আমার গৃহে প্রবেশ করে তাকে, সব মু‘মিন পুরুষকে এবং সব মু‘মিন নারীকেও ক্ষমা কর। আর তুমি কেবল যালেমদের জন্য ধ্বংসই বাড়িয়ে দিও।’

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَ

لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارَكَ

২
[৮]
১০

দেখুন : ক. ১৪ঃ৪২।

নাসর, এর আকৃতি ছিল ঈগল পাখী বা শকুনের মত। এটা ছিল দীর্ঘ জীবন বা অন্তর্দৃষ্টির প্রতীক। নূহ (আঃ) এর জাতি ছিল সর্বাংশে মূর্তি পূজারী। তাদের বহু প্রতিমা ছিল। কিন্তু যে পাঁচটির নাম এই আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। এই কয়টাই ছিল সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ও জনপ্রিয়। কয়েকশত শতাব্দী পরে আরবরাও ইরাক থেকে এইগুলোকে নিজেদের দেশে নিয়ে আসে বলে মনে হয়। আরবদের প্রধান প্রতিমাগুলো ছিল লাভ, মানাত এবং উয্যা। তাদের সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ মূর্তি ‘হুবল’কে আমীর বিন-লোহাই সিরীয়া থেকে এনেছিল। এও সম্ভব যে আরবরা তাদের দেব-দেবীর নামকে নূহ (আঃ) এর জাতির প্রতিমাগুলোর নামে আখ্যায়িত করেছিল। আরব জাতি ও নূহ (আঃ) এর জাতি পরস্পরের প্রতিবেশী। তাদের মধ্যে সাধারণ সংস্রব ও যোগাযোগ ছিল। অতএব এটা অসম্ভব বা অযৌক্তিক নয় যে দুটি প্রতিবেশী পৌত্তলিক জাতির প্রতিমাগুলোর নাম একই ধরনের ছিল।

৩১৩৫। আল্লাহর নবীগণ দয়া ও করুণায় ভরপুর হয়ে থাকেন। তাঁরা প্রত্যেকেই করুণা-সিদ্ধ। নূহ (আঃ) এর এই প্রার্থনা থেকে বুঝা যায়, তাঁর বিরোধিতা ও শত্রুতা দীর্ঘকালব্যাপী চলেছিল। ক্রমাগত বহুদিন ধরে তিনি অবহেলিত ও নির্যাতিত হয়েছিলেন। তিনি তাদেরকে সঠিক পথে আনার জন্য যুগব্যাপী অধ্যবসায় সহকারে চেষ্টা চালিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর সকল চেষ্টাই অরণ্যেরোদনে পরিণত হলো। তাঁর অল্পসংখ্যক অনুসারীদের সাথে আর দু’একজনেরও যোগদানের সম্ভাবনা যখন থাকলো না এবং এরাও চরম অত্যাচার ও নির্যাতনের শিকারে পরিণত হলো, তদুপরি অবিশ্বাসীদের দৃষ্টির পরিধি যখন সকল সীমা ছাড়িয়ে গেল তখন অবস্থা এতই ভয়াবহ রূপ ধারণ করলো যে নূহ (আঃ) এর মত দয়ালু-হৃদয় ব্যক্তিও তাদের জন্য বদদোয়া করতে বাধ্য হলেন। অবশ্য এইরূপ একই অবস্থায় নবী করীম (সাঃ) তাঁর শত্রুদের প্রতি যে অতুলনীয় মহানুভবতা ও অসামান্য ধৈর্য প্রদর্শন করেছিলেন তা জাগতিক জীবনে কল্পনাতিত ছিল। উল্লেখ্য যখন তাঁর দাঁত ভেঙ্গে গেল এবং জখমে-জখমে শরীর ভরে গেল, সারা দেহ রক্তে রঞ্জিত হয়ে গেল তখন সেই চরম অবস্থায়ও তাঁর মুখ থেকে যে কথাগুলো স্বতঃস্ফূর্তভাবে বের হয়ে এসেছিল, তা ছিলঃ “যে জাতি তাদের প্রতি সমাগত নবীকে জখম করেছে এবং তাঁর মুখমণ্ডলকে রক্তাপ্লুত করেছে শুধু এই কারণে যে তিনি তাদেরকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করেন, সেই জাতি কি করে পরিত্রাণ লাভ করবে! হে আমার প্রভু! আমার জাতিকে তুমি ক্ষমা কর, তারা কি করছে তারা তা বুঝেনা।” (যুরকানী এবং হিশাম)।